মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাদক মুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ৬২ বর্ষঃ ৮ম এপ্রিল ২০১৩

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এর ত্রয়োদশ সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ১৩তম সভায় বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড.মহীউদ্দীন খান আলমগীর এম পি।

গত ০৩/৩/২০১৩ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ১৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এনএনসিবির সভাপতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এম পি। এছাড়াও বোর্ডের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ, সদস্য সচিব মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জনাব মোহাম্মদ ইকবাল উপস্থিত ছিলেন। বোর্ড সভায় পূর্ববর্তী ১২তম বোর্ড সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় দেশের মাদক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সম্মানিত সদস্যরা মতামত প্রকাশ করেন। সভায় জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্য সচিব মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জনাব মোহাম্মদ ইকবাল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন তুলে ধরেন।

সভায় আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে দেশে ফলপ্রসু মাদক নিয়ন্ত্রণে ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিম্ন লিখিত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১। ইয়াবা, হেরোইন, ফেন্সিডিলসহ আটক অথবা দন্ডিত আসামীরা যাতে জামিন বা মুক্তি পেতে না পারে সে বিষয়ে রাষ্ট্রের আইন কর্মকর্তাদের ও সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয় কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।

২। এনার্জি ড্রিংকসসমুহ প্রস্তুতে আন্তর্জাতিক মান ও আন্তর্জাতিক মাত্রার উপাদান ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিএসটিআইকে অনুরোধ করতে হবে। বিষয়টি আমদানী -রফতানী নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গৃহীত কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৩। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মাদক বিরোধী প্রচারণা ও ডোপ টেষ্ট কার্যক্রম চালু করার নির্দেশনা প্রদান করবে। গৃহীত কার্যক্রমের ফলাফল পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৪। আটককৃত যানবাহন অধিদপ্তরের অপারেশন ও নিরোধ শিক্ষা কাজে ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজনীয় ড্রাইভার ও তেল অধিদপ্তরের নিয়মিত বাজেট থেকে সংস্থান করার প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

৫। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাদকের অপব্যবহার রোধে সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করতে হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে চলমান মাদক বিরোধী কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে। যে সকল স্কুলওকলেজ এখনো মাদক বিরোধী কমিটি গঠিত হয়নি তা অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিশেষজ্ঞ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

৬। বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লাইসেন্স/নবায়ন ফি পুনর্নির্ধারনের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়।

মার্চ ২০১৩ মাসের উল্লেখযোগ্য মামলার তথ্য

তারিখ	উপ-অঞ্চলের নাম	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পরিমান
০১/০৩/১৩	ঢাকা মেট্রো	০২	ইয়াবাগু ২০০০ পিস
১০/৩/১৩	ঢাকা মেট্রো	০১	ইয়াবাগু১৭০০ পিস
১৩/৩/১৩	পাবনা	০১	ব্রুপ্রেনরফিন ইনঃ ১১৯০ এ্যাঃ
১৩/০৩/১৩	ঢাকা মেট্রো	০১	ইয়াবাগু৪০০ পিস
১৬/৩/১৩	রংপুর	০২	ফেনসিডিল-২৬৪ বোতল ও ০৮ কেজি গাঁজা।
১৯/৩/১৩	ঢাকা	০১	গাজাগু৬০ কেজ ফেনসিডিলগু২০০ বোতল
৩০/৩/১৩	বগুড়া	০২	ফেনসিডিল-৪৫০ বোতল ও নগদ টাকাগু২,৭০,০০০/-

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। মার্চ'১৩ পর্যন্ত রাসায়নিক পরীক্ষার হিসাব নিম্নরূপঃ

অঞ্চলের নাম	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ				পেন্ডিং/ স্থগিত
		নমুনা	পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫৩৬	৫৭৪	৫৩৫	০১	৫৩৬	--
ঢাকা অঞ্চল	৮৮৮	৯৭৬	৮৮৮	--	৮৮৮	--
চট্টগ্রাম অঞ্চল	২২৫	২৮৪	২২৫	--	২২৫	--
রাজশাহী অঞ্চল	২৮৬	৩০৫	২৮৫	০১	২৮৬	--
খুলনা অঞ্চল	৩২৬	৩৬৩	৩২৫	০১	৩২৬	--
মোট =	২২৬১	২৫০২	২২৫৮	০৩	২২৬১	--

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নীক পরীক্ষাগারা)

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চল ভিত্তিক ২০১২ সালের মার্চ মাসের সাথে ২০১৩ সালের মার্চ মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	অঞ্চলের নাম	মার্চ ২০১২	মার্চ ২০১৩
১।	ঢাকা অঞ্চল	৮৩,৯৩,৯১৪/-	৮৯,২৮,৯৮১/-
২।,	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৯৫,২৭,৮২২/-	৮৭,০৮,৭২৮/-
৩।	খুলনা অঞ্চল	৩,২৬,১৩,৪৫৪/৭৬	৩,০২,৭৪,২৫৩/৯০
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৮১,৪৫,১৬০/৬০	৭৬,১১,১৬৫/৬০
	মোট	**৫,৮৬,৮০,৩৫১/৩৬**	**৫,৫৫,২৩,১২৮/৫০**

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

আইন আদালত (মার্চ'১৩)

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা
১	**ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল**	১৪৭	১৫২	১২৬	১২৬
২	**ঢাকা উপ-অঞ্চল**	৬৪	৭৬	১১	১৬
৩	**ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল**	৭০	৭৩	০১	০১
৪	**ফরিদপুর উপ-অঞ্চল**	৩০	৩২	০০	০০
৫	**টাংগাইল উপ-অঞ্চল**	১৩	১৩	০০	০০
৬	**জামালপুর উপ-অঞ্চল**	১০	১০	০০	০০
৭	**চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল**	২২	৩২	০১	০১
৮	**চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল**	০৯	০৯	০০	০০
৯	**সিলেট উপ-অঞ্চল**	৪৭	৪৭	০৫	০৫
১০	**নোয়াখালী উপ-অঞ্চল**	১২	১৪	০০	০০
১১	**কুমিল্লা উপ-অঞ্চল**	২৭	৩৪	০৯	১১
১২	**কক্সবাজার উপ-অঞ্চল**	০৮	০৮	০০	০০
১৩	**রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল**	০৪	০৪	০০	০০
১৪	**খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল**	০২	-	০০	০০
১৫	**বান্দরবান উপ-অঞ্চল**	০২	০২	০০	০০
১৬	**খুলনা উপ-অঞ্চল**	৪২	৫৪	০৬	০৬
১৭	**যশোর উপ-অঞ্চল**	৩৬	৩৭	০১	০১
১৮	**কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল**	১৯	২১	০০	০০
১৯	**বরিশাল উপ-অঞ্চল**	০৯	১৫	০০	০০
২০	**পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল**	০৬	০৮	০০	০০
২১	**রাজশাহী উপ-অঞ্চল**	৮৮	১০২	০৩	০৩
২২	**পাবনা উপ-অঞ্চল**	৪৭	৪৮	০৪	০৪
২৩	**বগুড়া উপ-অঞ্চল**	২৫	২৩	০১	০১
২৪	**রংপুর উপ-অঞ্চল**	৩৯	৫২	০২	০২
২৫	**দিনাজপুর উপ-অঞ্চল**	১৯	২১	০০	০০
২৬	**ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল**	০১	০২	০৯	০৯
২৭	**রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল**	০৮	০৮	০০	০০
২৮	**চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল**	০৬	০৮	০০	০০
২৯	**খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল**	০১	০১	০০	০০
	সর্বমোটঃ	৮১৩	৮৯৬	১৭৯	১৮৬

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

সবচেয়ে বেশী মামলা ও সবচেয়ে কম মামলার পরিসংখ্যান

মার্চ ২০১৩ মাসে সর্বাধিক মামলা হয়েছে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে।। পক্ষান্তরে মার্চ ২০১৩ মাসে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান উপ-অঞ্চলে সবচেয়ে কম মামলা উদঘাটিত হয়েছে এবং ঢাকা গোয়েন্দা উপগুঅঞ্চলে ০২ টি, খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চলে ০২ মামলা রুজু হয়েছে। মার্চ ২০১৩ মাসে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ১৪৭ টি মামলা রুজু করে ১৫২ জনকে আসামী করা হয়েছে। বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চলে কোন পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদায়ন না থাকায় সবচেয়ে কম মামলা রুজু হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ- আঞ্চলিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। অপরদিকে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল ও খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চলের উপপরিচালক জানিয়েছেন গোয়েন্দা অঞ্চলের মূল কাজ হলো গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা, যার ফলে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল ও খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল প্রমাপ অনুযায়ী মামলা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের দশম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটির পরিসংখ্যান ঃ

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩ (মার্চ পর্যন্ত)
গঠিত মাদক বিরোধী কমিটির সংখ্যা	৫৯৭৯	৫৫৪৯	৮২৮	১৯২৫	৪০ টি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

উল্লেখযোগ্য মাদক বিরোধী অভিযান

ঢাকা মেট্রোতে ১০/৩/২০১৩ তারিখ ১৭০০ পিস ইয়াবাসহ ০২ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১১/৩/২০১৩ তারিখ আনুমানিক ২২-২৩ ঘটিকার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের গুলশান সার্কেলের নেতৃত্বে একটি টিম সবুজবাগ থানাধীন ১৯/ই মাদারটেকস্থ শাহজাহান সাহেবের বাড়ীর ২য় তলায় অভিনব কৌশলে অভিযান পরিচালনা করে আসামীর প্যান্টের পকেটে বিশেষ কায়দায় লুকানো ১০০ পিস ইয়াবা এবং ঐ বাসার ভিতর থেকে তিনটি শ্যাম্পুর টিউবে জিপার ও কসটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ১৫টি প্যাকেটে ১৫০০ পিস ইয়াবা, ক্যামেরার ভিতরের ব্যাটারি বক্সের মধ্যে বিশেষ কায়দায় লুকানো ১০০পিস ইয়াবাসহ মোট ১৭০০পিস ইয়াবা, ০২টি মোবাইলসেট, নগদ ৪,০০০/- টাকা ও ১টিক্যামেরা উদ্ধার ও জব্দসহ (১) মোঃ এনামুল হক সরকার (৪৬), (২) কামরুল হক (জালাল), উভয়ের পিতাগুমৃত ফজলুল হক, বর্তমান ঠিকানাগু ১৯/ই, মাদারটেককে হাতেনাতে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে সবুজবাগ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। সবুজবাগ সার্কেলের উপগুপরিদর্শক জনাব আব্দুস সালাম মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গত ১৮/০৫/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

ঢাকা উপ-অঞ্চলে ১৯/৩/২০১৩ তারিখ ৬০ কেজি গাঁজা ও ২০০ বোতল ফেনসিডিলসহ ০১ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৯/৩/২০১৩ তারিখ আনুমানিক সময় সকাল ৯.০০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা উপ-অঞ্চলের গাজীপুর সার্কেলের পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি রেইডিং টিম শ্রীপুর থানাধীন মাওনা চৌরাস্তা(প্রশিকা মোড়) এলাকার জনৈক নুর মোহাম্মদ এর বাসার ভাড়াটিয়া (১) মোঃ রফিকুল ইসলাম (৪৮), পিতাগুমৃত গোলাপ মিয়া, সাংগুসররাবাদ নোয়াপাড়া, পোঃ নারায়নপুর-১৬৩০, থানাগু বেলাব, জেলাগুনরসিংদী, (জাতীয় পরিচয় পত্র নংগু৬৮১০৭৮৩০৯৯৩৩৫) কে নামক একজন মাদক ব্যবসায়ীকে প্রশিকা মোড় এলাকা থেকে ২ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার করে। পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তার বর্ণিত ভাড়াকৃত ফ্ল্যাট বাসায় নিয়ে যায় এবং বাসা তল্লাশী করে বিভিন্ন ব্যাগে রক্ষিত ৫৮কেজিসহ মোট ৬০ কেজি গাঁজা ও ২০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার ও জব্দ করা হয়। এ বিষয়ে সার্কেল পরিদর্শক শ্রীপুর থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক জনাব মোঃ রাজিউর রহমান মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গত ১২/০৫/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

বগুড়া উপগুঅঞ্চলে ৩০/৩/২০১৩ তারিখ ৪৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ ০২ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৩০/৩/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বগুড়া উপ- অঞ্চলের বগুড়া সদর সার্কেলের নেতৃত্বে একটি টিম বগুড়া সদর থানাধীন তিন মাথা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে একটি কারিনা টয়োটা গাড়ি আটক করেন (যার নংগুচট্ট মেট্রোগুভগু০২-১০৯৯) এবং গাড়ীটি তল্লাশী করে ৪৫০ বোতল ফেনসিডিল ও নগদ ২,৭০,০০০/- টাকাসহ (১) মোঃ ইউসুফ আলী (২৭) এবং (২) মোঃ আকতার হোসেন(৩৪)কে হাতেনাতে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে বগুড়া সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। বগুড়া সদর সার্কেলের উপগুপরিদর্শক জনাব মোখলেছুর রহমান মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গত ১০/০৫/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

পাবনা উপগুঅঞ্চলে ১৩/৩/২০১৩ তারিখ ১১৯০ এ্যাম্পুল লুপিজেসিক বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ ০২ জন গ্রেফতার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৩/৩/২০১৩ তারিখ আনুমানিক সময় ১২.০০ ঘটিকার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পাবনা উপগুঅঞ্চলের সিরাজগঞ্জ সার্কেলের নেতৃত্বে একটি টিম সিরাজগঞ্জ জেলার বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম থানাধীন কোনাবাড়ী এলাকায় যানবাহন তল্লাশীকালে রংপুর হইতে টাঙ্গাইলগামী দায়াং নামক মোটর সাইকেল যার রেজিঃ নংগুররংপুর হ-১২-২৩১৯ তল্লাশী করে মোটর সাইকেলের তেলের ট্যাংকীর ভিতর থেকে লেবেল বিহীন অবস্থায় লুপিজেসিক বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন ১১৯০ এ্যাম্পুলসহ আসামীদ্বয় (১) মোঃ মশিউর রহমান (৩৫), পিতাগুমোঃ মোসলেম উদ্দিন, সাংগুসাতকুড়ি, (২) মোঃ আজাদ (৪৫), পিতাগুমৃত আশ্রম আলী, সাংগুনওদাপাড়া উভয়ের থানাগুহাকিমপুর, জেলাগু দিনাজপুরকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। তত্ত্বাবধায় জিএম আবু হাছান মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গত ১৭/০৪/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

মাসিক বুলেটিনে আপনার মতামত/মন্তব্য আহবান করা হচ্ছে

অধিদপ্তর থেকে প্রতিমাসে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। যা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। বুলেটিন সম্পর্কে আপনার যে কোন মূল্যবান মতামত/মন্তব্য, তথ্য, বক্তব্য, প্রতিবেদন, ছবি ইত্যাদি প্রেরণ করলে তা প্রকাশের জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোষ্টগার্ডসহ মার্চ'১৩ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামার সংখ্যা	মাকদ্রব্যের পারমান
হেরোইন	--	--	৮.৯৮৮ কেজি
গাজা	--	--	২,৯৩২.০১৮ কেজি
গাজা গাছ	--	--	২৬টি
অবৈধ চোলাই মদ	--	--	১,১৯৬.২৫ লিটার
দেশী মদ			১৩,৬৯৭.৮৯৩ লিটার
বিদেশী মদ	--	--	০৭ লিটার
বিদেশী মদ	--	--	২১,০৮৪ বোতল
বিয়ার	--	--	৪,৭০৮ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	--	--	১৮ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	--	--	৯৯৮ লিটার
কোডিন মিশ্রিত (ফেনাসাডল)	--	--	১,০১,৮২২ বোতল
কোডিন মিশ্রিত (ফেনাসাডল)	--	--	৪৩০.২ লিটার
তাড়ী (টোডি)	--	--	৫৩২ লিটার
পচুই	--	--	৫০ লিটার
পেথিডিন	--	--	৭১৩ এ্যাম্পুল
বুপ্রেনরাফিন(টিডি জেসিক ইনঃ)	--	--	১০,৩১৩ এ্যাম্পুল
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	--	--	৬,০০০ লিটার
এ্যালকোহল	--	--	১,৩৮০ লিটার
বুপ্রেনরাফিন(বনোজোসিক ইনঃ)	--	--	৭৫৬ এ্যাম্পুল
হেরোইন/গাজার পুরিয়া	--	--	৭৬৭টি/৭৪০ টি
ইয়াবা ট্যাবলেট	--	--	১,৭৩,৩৮২ টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	--	--	১২ বোতল
নগদ অর্থ	--	--	৪,০০০/- টাকা
সিএনজি	--	--	০৩ টি
মোবাইল সেট	--	--	১৬ টি
মুল	--	--	৫৫০ পিস
মরফিন	--	--	০৭ এ্যাম্পুল
মোটর সাইকেল	--	--	০১টি
বুপ্রেনরাফিন(লুপিজোসিক ইনঃ)	--	--	১,৫৪৯ এ্যাম্পুল
রিক্সা ভ্যান	--	--	০১ টি
আপিয়েট মিশ্রিত ড্রিংক্স	--	--	৩০৮ বোতল
সানাগ্রা ট্যাবলেট	--	--	৯৮ টি
দেশী মদ (বোতল)	--	--	৬৭১ বোতল
মোটঃ	**৩২৯৫**	**৩৯৪৩**	

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার্য প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা এবং মার্চ'১২ মাসের সাথে মার্চ'১৩ মাসের আমদানীর তুলনামূলক পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	মার্চ'১২	মার্চ'১৩
টলুইন	১২,৭৬৮.৫০মেঃটনঃ	১০০.২৪ মেঃটনঃ	২২৮.৫৮৩মেঃটনঃ
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	২,৫৬৬ মেঃটনঃ	--	২৫০.৪০ মেঃটনঃ
এ্যাসটোন	৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটনঃ	২৫.৬০ মেঃটনঃ	৫১.৪৪মেঃটনঃ
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৪,১৮৪.৫৬ মেঃটনঃ	৪৬.২০ মেঃটনঃ	১৩.২০মেঃটনঃ
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	২,০৪৫ মেঃটনঃ	২০.০০ মেঃটনঃ	৮১.০০ মেঃটনঃ
সিডডোএফাড্রিন	৪৪,৭৯৫ কেজি	২৬৫০ কেজি	১০০ কেজি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

উল্লেখ্য, এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যালস এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের টেলিফোন নং-৮৮৭০০১২-১৩।

মোবাইল কোর্ট

মাসের নাম	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ডিত আসামীর সংখ্যা	জরিমানা আদায়
জানুয়ারী'১৩	৮২১	৪২৯	৪৫৭	৩,৮৬,৯০০.০০
ফেব্রুয়ারী১৩	৭১৭	৩৬৯	৩৯০	৩,৭০,৮০০.০০
মার্চ ১৩	৬৫৭	৩৬৭	৩৭৭	২,৯৩,২০০.০০

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মার্চ ২০১৩ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

কর্মসূচীর নাম	মার্চ'১৩
মাদকাবরোধী আলোচনা সভা	৫১৩
মাইকিং কর্মসূচী	১১
শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা	২৩
পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ	১৭
ফিল্ম প্রদর্শণ	০৪
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আলোচনা	-

(মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

মার্চ ১৩ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও কারাগার হাসপাতাল সমূহে ৭৭৬ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। মার্চ ১৩ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	আন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৩৩	১০৬	১৩৯	৭১	৬৮
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	০৪	০৭	১১	১১	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	০৫	০৫	০১	০৪
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	১৩	৩৮৮	৪০১	৭৩	৩২৮
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৬৬	৩৫	১০১	৬৬	৩৫
কারাগার হাসপতাল, কুমিল্লা	০৩	১১৬	১১৯	৮৫	৩৪
মোট =	১১৯	৬৫৭	৭৭৬	৩০৭	৪৬৯

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা)

মার্চ ২০১৩ মাসে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্তদের মধ্যে ফেনসিডিল-২.৮৭%, হেরোইন-৪৮.৯২%, গাঁজা-২৬.৬%, ইনজেকশন-২১.৫৮%, ইয়াবা-৭.১৯%, মদ-০.৬৮%, ড্যান্ডি-০.৬৮%, পলিড্রাগস-১.৩৬% (কোন কোন রুগী একাধিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে) । (সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ ৮৮৭০০১১, ই-মেইল- dgdncbd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd